স্যাডো প্রোডাকসন্সের নিবেদন

গড় নাসিমপুর

পরিচালনা • অজিত লাহিড়ী

শ্যাডো প্রোডাকশনের দ্বিতীয় নিবেদন

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **বারীন্দ্রনাথ দাস**

পরিচালনা : **অজিত লাহিড়ী**

সংগীত : **শ্যামল মিত্র**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে। সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুবোধ দাশ। শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, বাণী দত্ত, জে. ডি. ইরাণী, অতুল চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ (বহির্দৃশ্যে) : ইন্দু অধিকারী। সংগীত-গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়, চণ্ডী প্রসাদ সাহা (উইগ মেকার)। কেশ-বিন্যাশ ও পোষাক-পরিকল্পনা : গোষ্ঠ কুমার। স্থির-চিত্র : আশু সেনগুপ্ত (ষ্টুডিও বলাকা)। পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। গীত-রচনা : প্রণব রায়। প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র। পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীতে : সন্ধ্যা মুখার্জী, মান্না দে, আরতি মুখার্জী, গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল মিত্র। প্রধান কর্মসচিব : সুনীল রাম। সংগঠনে : গণেশ দাশ, বাসু ব্যানার্জী, দুখীরাম অধিকারী, সনাতন দেবনাথ, সতীশ মুখার্জী। তত্ত্বাবধানে : দেবেন চক্রবর্তী, অমল চৌধুরী, রাম মণ্ডল। ব্যবস্থাপনা : রতিনাথ দাশ, নিতাই সরকার, কানাই রায়। বহির্দৃশ্যে ব্যবস্থাপনা : স্বদেশ মিত্র, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দর সরকার। সহযোগী পরিচালনা : সরিৎ ব্যানার্জী। নৃত্য-পরিকল্পনা : শক্তি নাগ, হীরালাল। সাজ-সজ্জা : ষ্টুডিও সোসাইটী, ডি, আর, মেকআপ, শের আলি। আসবাব পত্র : নিউ কর্ণওয়ালিশ এক্সচেঞ্জ, ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার্স, মিলি ইলেক-ট্রিক্যাল ওয়ার্কস। সহযোগী চিত্রগ্রহণ : শান্তি দত্ত। সহকারী সংগীত পরিচালনা : শৈলেশ রায়, সলিল মিত্র। প্রচার-কার্য্যে : নির্মল রায় (ডিজাইন) এবং কে, আর।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : সমর মুখার্জী। চিত্রগ্রহণে : বিমল চৌধুরী, বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী। শব্দগ্রহণে (বহির্দৃশ্যে) : ইন্দু অধিকারী। রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাশ। সংগীত ও শব্দ-পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই। প্রচারে : পিন্টু দত্ত। সাজ-সজ্জায় : সংযুলাল পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। সম্পাদনায় : অনিল দাশ, বৈদ্যনাথ মিশ্র। শিল্প-নির্দ্দেশনায় : অনিল পাইন, বিশু চ্যাটার্জী। শব্দগ্রহণে : সোমেন চক্রবর্ত্তী, হৃষি ব্যানার্জী, সিদ্ধি নাগ, রথীন ঘোষ, বাবাজী শ্যামল।

আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাশ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, সুভাস ঘোষ, হেমন্ত দাশ, মনোরঞ্জন দাশ, হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু, রামদাস, রামবিলাস, দুখীরাম অধিকারী।

দৃশ্য-সজ্জায় : বৈর্জু মহান্তি, উচ্ছা সর্দ্দার, বিশা মহান্তি, ছেদীলাল শর্মা, সাজাৎ আলি, চিরঞ্জীত শর্মা, শেখ মাজেদ আলি, দ্বিজবর রাউত, হরেন দাশ, চিমাধর, হরিপদ পণ্ডিত।

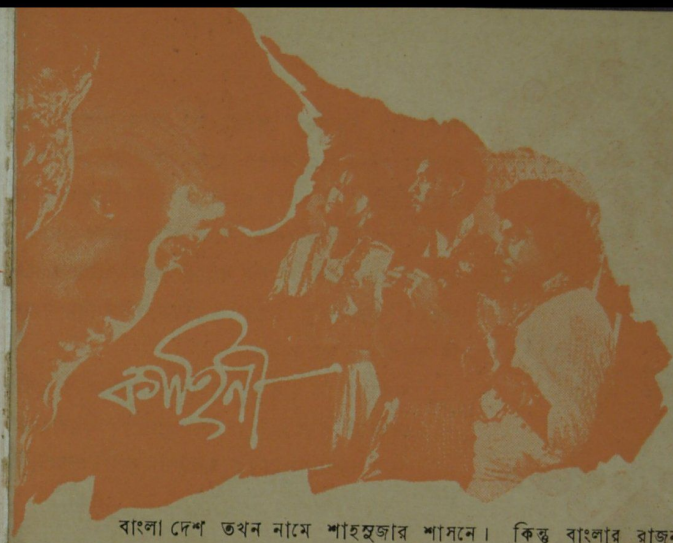

বাংলা দেশ তখন নামে শাহসুজার শাসনে। কিন্তু বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হাত বিস্তৃত হয়েছিল অনেকখানি। সেনাপতি মিরজুমলা, সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন বাংলা দেশে, ঔরঙ্গজেবের শাসন কায়েম করবার উদ্দেশে।

সেই হানাহানি আর বিশ্বাস ঘাতকতার দিনেও, বাংলার রায় রায়েন উমাকান্ত রায় এবং রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বন্ধুত্ব ছিল সকলের ঈর্ষার বস্তু। এই দুই বাঙালী জমিদার, নিজেদের বন্ধুত্ব আরও নিবিড়তর আরও স্থায়ী করে রাখতে চেয়েছিলেন, নিজেদের আত্মীয়তার বাঁধনে বেঁধে। উমাকান্তের পুত্র দেবীকান্ত, আর ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা উত্তরা, তখন সবে মাত্র কৈশোরে পদার্পন করেছে।

দেওয়ান শিবশঙ্করের শনির দৃষ্টি পড়লো, উমাকান্তের জমিদারির ওপর—তারপর গড়নাসিমপুরের ওপর। কিন্তু অকালে মারা গেলেন রায় রায়েন উমাকান্ত রায়। নাবালক দেবীকান্তকে নিয়ে চল্‌লো চক্রান্ত। এ খেলার নায়ক—দেওয়ান শিবশঙ্কর। ভাগ্য বিপর্যয়ে বালক দেবীকান্ত ডাকাতের আশ্রয়ে মানুষ হতে থাকে।

দিন যায়। রায় রায়েন উমাকান্ত রায়ের বংশধর দেবীকান্ত হয়ে ওঠে ডাকাত দলের নায়ক। এইভাবেই তার দিন কাটে।

ছেলেবেলার খেলার সাথী উত্তরাকে ভালবেসে ফেলেছিল দেওয়ান শিবশঙ্করের পুত্র বাসুদেব। কিন্তু উত্তরার মনের দর্পনে যে কোনদিন তার ছবি পড়েনি, একথা সে বুঝ্‌লো তখনই, যখন তার প্রেম প্রত্যাখাত হ'ল। সত্যিই তো দেওয়ানের ছেলেকে কোন্ রাজকুমারী মালা দিতে পারে? মনস্থির করলো বাসুদেব—যেমন করেই হোক গড়নাসিমপুরের অধিকার তার চাই-ই। গড়নাসিমপুরের অধিকার

লাভ করে উত্তরাকে পেতে যে কোন বাধাই তার সামনে আসুক, সে তা ধ্বংস করবেই। উত্তরা বাসুদেবেরই—আর কারও হতে পারে না।—না, এমন কি দেবীকান্তেরও নয়। উত্তরা একান্তভাবে বাসুদেবেরই। উত্তরাকে ছাড়া বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় না সে।

প্রেম—প্রতিহিংসার পথে আত্মপ্রকাশ করে। হিংসা আর সংঘর্ষের পথে এগিয়ে চলে বাসুদেব। ছলে-বলে-কৌশলে সে চেষ্টা করতে থাকে যাতে একটি বারের জন্যেও দেবীকান্তকে গড়নাসিমপুরে আনতে পারে। তারপর? উত্তরাকে পেতে, গড়নাসিমপুরের অধিকার লাভ করতে, আর কোন বাধাই থাকবে না। মিরজুমলা তো আছেনই।

অতঃপর কি হ'ল? বাসুদেবের বাসনা কি পূর্ণ হ'ল?

দেওয়ান শিবশঙ্করই বা কি করলো? উত্তরার ভাগ্যেই বা কি ঘটলো?

আর গড়নাসিমপুর কি এ ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরকালের অপেক্ষায়……?

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীমতি অসীমা ভট্টাচার্য্য। দিলীপ ভট্টাচার্য্য। ইন্দ্রজিৎ মজুমদার। অসিশিক্ষা—আবদুল গণি। মহম্মদ আলি। জ্যোতিষ রায় (শিশু কানন, মহীপুর) রবি ঘোষ (ফলতা) এবং ফলতার অধিবাসীবৃন্দ। জোজো মুখার্জী। কার্ত্তিক দাশ। প্রোডাকশন এসিস্ট্যাণ্ট গীল্ড। সিনে টেকনিসিয়ান্স এণ্ড ওয়াকার্স ইউনিয়ন অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

॥ টেকনিসিয়ান্স, ক্যালকাটা মুভীটোন, ইন্দ্রপুরী এবং নিউ থিয়েটার্স ২ নং ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে পি, আর, প্রোডাকশন প্রাঃ লিমিটেড পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ॥

বিশ্ব-পরিবেশনা :—**রূপছায়া পিকচার্স** প্রযোজনা :—শ্যাডো প্রোডাকশন্

রূপায়ণে :

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় • **মাধবী মুখোপাধ্যায়**

কমল মিত্র ॥ বিকাশ রায় ॥ অসিতবরণ ॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (অতিথি) অনুপকুমার ॥ তরুণ কুমার ॥ শেখর চট্টোপাধ্যায় (অতিথি) দিলীপ রায় ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ মলয় মুখার্জী ॥ সুব্রত সেন ॥ পঙ্কজ চ্যাটার্জী ॥ অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য ॥ শম্ভু ভট্টাচার্য্য ॥ সুধীর সরকার ॥ ভানু চ্যাটার্জী মাষ্টার প্রসুন ॥ মাষ্টার শান্তনু ॥ পদ্মা দেবী ॥ রুমা গুহঠাকুরতা ॥ সুব্রতা চ্যাটার্জী ॥ কৃষ্ণকাল মণ্ডল ॥ নৃত্যে : মধুমতী (বম্বে) এবং

উত্তম কুমার • **দেব মুখার্জী**

সঙ্গীত

(১)

দুটি আঁখিতারা খুঁজে খুঁজে সারা,
অধীরা হল যে রাই।
(ভাবে) প্রিয় অভিসার যাবে কি বৃথায়
বঁধুয়ার দেখা নাই।
কুঞ্জবনের পথ ভুলেছে বঁধুয়া আমার পথ ভুলেছে
মালার শপথ তাও ভুলেছে, অধীরা হ'ল যে রাই ॥
এমন সময়
বাঁশরি বাজিল ঐ কুঞ্জেরি দ্বারে
গোকুলের বাঁশুরিয়া এল অভিসারে
মধু ঋতু এল যেন বঁধুয়ার সাথে
দুহু চাহে দুঁহু পানে মিলন আশাতে
তখন—
রাধার নয়ন বলে ওই কাল রূপ গো
কাজল করিয়া চোখে এঁকেছি।
কানুর মুরলী বলে" ওই মধু নাম গো
জপমালা করে বুকে রেখেছি।
কালো চোখে ঐ কালো রূপ
আলো হয়ে রয়েছে
রাধা রাধা ওই মধুনাম, জপমালা হয়েছে।

(২)

বরষা যে এল কাঁদাতে আমায়,
মোর চির চাওয়া ফিরে এলো না।
আমারি এ মালা কাঁদে নিরালা, সাথী পেল না
সে ত' নাহি পাশে, পূবালী বাতাসে
কেন বাঁশী বাজে, ফোটে কামিনী
দোলাবে কে বলো এমন দিনে আজ
কদমের সাথে ফুল দোল না
বাদলের সাথী কোন পরবাসে
ওগো মেঘ, দাও বলে দাও
পথ চেয়ে থাকি, দীপ জ্বেলে রাখি
মরমে কে আজো বাসর সাজায়
একে একে গেল কত বরষা
তবুও তো প্রাণের আশা গেল না ॥

(৩)

ওগো সুন্দর তুমি এসো জীবনে
তোমার স্বপন এ দুটি নয়নে
মোর দেহের মালঞ্চে বাজে বসন্তের বাঁশী
তুমি কি এখনো রবে দূরে উদাসী
ফুলে ফুলে ওঠে দুলে
যেন আমার মনের মধু গোপনে
ওগো মায়াবী চাঁদ, হৃদয় সরোবরে
কেন বারেবার তোমারি ছায়া পড়ে
আমি কুসুমের মতো আপনারে চাই দিতে
এত প্রেম মধু পারি নাগো বহিতে
মন কাজে লাগে না যে,
বুঝি আমিই একা—সারা ভুবনে।

(৪)

জয় কালী কালী মহাকালী
জাগো মা জাগো জাগো।
জাগো শঙ্করী, জাগো ভয়ঙ্করী
করাল বদনা করালী
মুণ্ড মালা গলে রক্ত আঁখি জ্বলে
চরণে শিব কপালী।
অট্ট অট্ট হেসে লটপট এলো কেশে
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে
নাচো তাথিয়া তাথিয়া রণরঙ্গে
ভীমা ভৈরবী নৃত্য করো দেবী
থিয়া থিয়া দিয়া করতালি।
জাগো মা রণরঙ্গে ভস্মমাখা অঙ্গে—
ত্রিনয়নে অগ্নি জ্বালি
শক্তিরূপী জাগো, শক্তি দাও মাগো
প্রাণ দিনু পদে ডালি।

(৫)

উলফৎকী আগ্ দিলসে নাগায়ি নেহী যাতি,
লগ্‌তি হ্যায় ইস্ তারহ্‌কি বুঝাহি নেহী যাতি ॥
বোলো! জবাব দেও!
যে গোলাপ কাঁটার ঘায়ে কাঁদায়ে প্রেমিক পাপিহারে
সেই তো আরাম করে
কাঁটার জ্বালা খুশবুতে
জ্বালে যে বুকে আগুন
নেভাতে হায় সেই তো পারে
ওয়াহ, ওয়াহ···মাষে আল্লা, বহুৎ খুব।
চলো ইস্‌কা জবাব দেও—
আঁখোসে পুছপুছ নেওয়ালে মালে মালে ইস্‌ক
হমসে তো দিলকি বাত বাতায়ি নেহী যাতি
আঁখি যে সবই জানে
মনের খবর সেই তো দেবে
বলে সে মন দিয়েছি
মোহব্বতের নজরানা
আমি যে বিষ পিয়ালা
নিয়েছি হায় মধু ভেবে
খুদা ম্যায়ফুজ রাখ্যে ইন্ কালে নাগোঁসে
বড়ে জাহেরীকে হোতে হ্যায় যো গেসু তাক মার জায়ে
আব বাতাও—

(৬)

পিয়া তুঁহুঁ বারি পিয়াসার
তুঁহুঁ চন্দা মোর হাম চকোরী
মধুর মধুর মধুর অভিসার
হাম বাশুরিয়া তুঁহুঁ বাশুরী
তুঁহুঁ মেঘ পিয়া হাম ময়ূরী
হেরি অপরূপ রূপ মাধুরী
নয়নে পলক নাহি আর।
তুয়া বিনা মোর বিফল যৌবন
তুয়া বিনা সব আঁধিয়ার।
যব সাথী দূরে মধুরাতি ঝুরে,
অভিমানে মরে ফুল হার ॥
তুঁহুঁ মধুকর হাম মালতী,
হাম প্রেম-দীপ তুঁহুঁ আরতি ॥
তুঁহুঁ প্রাণ মম, সব সুখ দুখ,
জীবন মরণ রাধিকার ॥

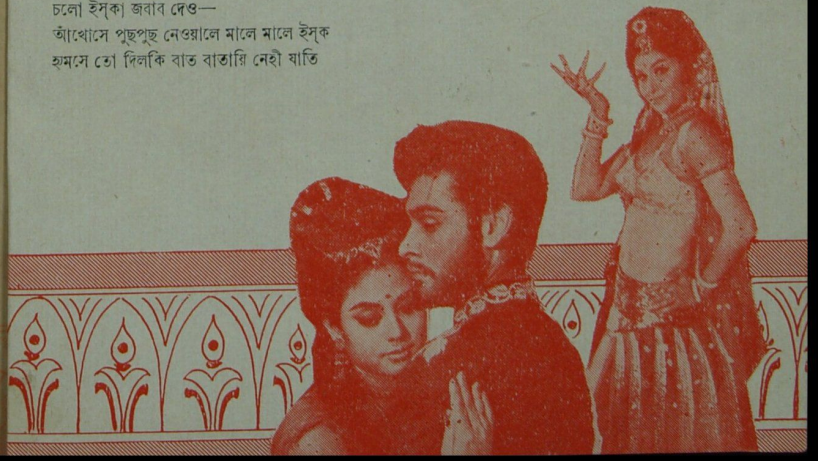

অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।